... হলো, মুজিব হলের এটিএম শামসুজ্জামান, মাহবুবুল কাউসার, আমিনুল ইসলাম, বুয়েটের রশিদ হলের শরিফুল ইসলাম এবং দুই বহিরাগত সন্ত্রাসী তাজুল ইসলাম ও মকবুল হোসেন মুকুল। বহিরাগত সন্ত্রাসী মকবুল হোসেন মুকুল এস.এম হলের সন্ত্রাসী টগরের বডিগার্ড বলে জানা গেছে।

তাকে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ইস্কাটনের রয়েল হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ আসামিদের আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। গ্রেফতারকৃত অন্যদের অস্ত্র আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ ধারা এবং ডিএমপি অধ্যাদেশে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

যুগান্তর

জাবি ছাত্রদলের তিন শীর্ষ নেতা গ্রেফতার

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের তিন

জাবি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

জাবি : গ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শীর্ষ নেতাকে পুলিশ রোববার গ্রেফতার করেছে। সাভার থানা সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা, হলে অবৈধভাবে প্রবেশসহ একাধিক অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর মুজিবুর রহমানের দায়েরকৃত মামলায় এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতারা হল- ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক আবদুল হাই মল্লিক পারভেজ (ইতিহাস, শেষবর্ষ), হারুন অর রশীদ (দর্শন, শেষবর্ষ) ও আবদুল্লাহ আল মামুন (ইতিহাস, তৃতীয় বর্ষ)। এদের মধ্যে পারভেজ মল্লিক দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মধ্যপন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিল। বাকিরা সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মিয়া-আরমান গ্রুপের নেতা। উল্লেখ্য, গত ২১ মে রাতে দীর্ঘ দেড় মাস ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার পর সম্পাদক গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে সভাপতি জুয়েলের কর্মীদের হটিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ছাত্রদলের দু'কর্মীকে শো-কজ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগে ছাত্রদলের দুই কর্মীকে শো-কজ করা হয়েছে। শো-কজপ্রাপ্তরা হল- আজমল (রসায়ন, তৃতীয় বর্ষ) ও ফয়েজ (অর্থনীতি, দ্বিতীয় বর্ষ)।

সম্প্রতি দৈনিক আল আমিন পত্রিকার জাবি প্রতিনিধি ও সাংবাদিক সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য গাজী মোঃ শাহ আলমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামালউদ্দিন হল গেটে আটকে আজমল ও ফয়েজ তাকে মারধর করে।